অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। খ্রীষ্টমাসের টুকরো গল্প ।।

এক.

খ্রীষ্টমাস ডে বা বড়দিন সারা বিশ্ব জুড়ে এক মহা আনন্দের দিন। আবালবৃদ্ধবণিতা সবার জন্যই এ এক আনন্দের দিন। দিনটিকে ঘিরে মজার সব গল্প আছে। তারই কিছু ছিঁটে ফোঁটা আজ।

জোসেফ ছোট বেলা থেকেই খুব অনুসন্ধিৎসূ প্রকৃতির। ওর মাথায় একটা কিছু ঢুকলে তার শেষটা তাকে জানতেই হবে। নিজের সাথে যেন তার নিজেরই চ্যালেঞ্জ। ঢাকায় তখন টিভির জনপ্রিয় সিরিজ 'ম্যাকগাইভার'। জোসেফ তার মায়ের সাথে ডিল করে নিয়েছে - যে আধা ঘন্টা সে ম্যাকগাইভার দেখবে সে সময়টুকু পড়ে তারপর ঘুমোতে যাবে। ফলে ম্যাকহাইভার দেখতে তার বাধা নেই। তো একবার জোসেফের মাথায় ঢুকলো ম্যাকগাইভার এক বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে আরেক বিল্ডিংয়ের ছাদে লাফ দিয়ে পার হয় কি করে? জিজ্ঞেস করলো বাবাকে। বাবা বললেন - এসব কঠিন কাজগুলো সাধারণতঃ স্টান্টম্যানরা করে থাকে যাদের এ বিষয়ে বিশেষ ট্রেনিং আছে। ক্যামেরার কারসাজিতে মনে হয় ওটা তোমার ম্যাকগাইভারই করছে।

জোসেফের মাথায় এবার নতুন পরিকল্পনা তা সে স্টান্টম্যান হোক আর ম্যাকগাইভারই হোক কিভাবে করে ওটা দেখতে হবে। তার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত এ দেয়াল থেকে সে দেয়ালে লাফ দিয়ে পার হওয়া। তারপরে এক বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে আরেক বিল্ডিংয়ের ছাদে। গেন্ডারিয়ার এমাথা-ওমাথা ঘুরে পাওয়া গেল পাশাপাশি দুটো দেয়াল। বেল্টের সাথে ম্যাকগাইভার চাকুটা গুঁজে নিয়ে মনে মনে ছবির টাইটেল মিউজিকটার অনুকরণে গুনগুনিয়ে কিছু একটা গেয়ে দিলো ঝাঁপ। পরের কাহিনী খুবই সংক্ষিপ্ত। হাসপাতালে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলেন জোসেফের মা। মাথায় হাতে ব্যান্ডেজবেষ্টিত জোসেফ মুচকি হাসি দিয়ে বলছে - মা তুমি কাঁদছো কেন - ম্যাকগাইভারের মা কী কাঁদে?

সেই জোসেফের এবার মাথায় ঢুকেছে - খ্রীষ্টমাস ডে কেমন করে বড়দিন হয়। সেবার খ্রীষ্টমাস ডে তে বিকেল থাকতে জোসেফ চলে গেলো ধূপখোলা মাঠে। ওর ধারণা হয় ঈশ্বর নয়তো স্যান্টাক্লজ এসে সূর্যটাকে সেদিন টেনে লম্বা করে দেবে আর ওমনি খ্রীষ্টমাসডে বড়দিন হয়ে যাবে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো দিন আর বড় হলো না। মন খারাপ করে বাড়িতে এসে মাকে বললো - মা তোমরা আর খ্রীষ্টমাসডে কে বড়দিন বোল না আমি দেখলাম ওটা অন্যদিনের মতনই সমান সমান।

দুই.

নিপা মেধাবী ছাত্রী। সিডনিতে চলে এসেছে পড়াশোনার জন্য। তো সেবার খ্রীষ্টমাসের ছুটিতে নিপা বাংলাদেশে যাবে বাবা মা ভাইবোনের সাথে খ্রীষ্টমাস উদযাপন করতে। যাবার আগে ফোনে সবাইকে জিজ্ঞেস করছে কার জন্য কী আনবে। ভাই বোন তাদের ফরমাশ বলে দিলো। মা বললেন (যেমন সব মায়েরাই বলেন) কিছু লাগবে না তুই এলেই আমার প্রাণ ভরে যাবে। বাবা তেমনি কিছু একটা বললেন।

নিপা পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে সামান্য কাজ করে যা কিছু সঞ্চয় করেছে তা দিয়ে সবার জন্য টুকটাক গিফ্‌ট কিনেছে। দেশে ফেরার পর পরিবারের সবাইকে ডেকে ডেকে হাতে তুলে দিচ্ছে খ্রীষ্টমাস গিফ্‌ট। সবশেষে বাবার গিফ্‌ট। বিশাল লম্বা এক ছুরি বের করে বাবার হাতে দিলো। ভীষণ উত্তেজিত নিপা। প্রিয় বাবাকে তার ফরমায়েশের জিনিসটা দিতে পেরেছে। কিন্ত বাবা মনে হলো জোর করে খুশী হবার চেষ্টা করছেন মেয়েকে খুশী করতে। অন্যরাও মুখ চাওয়া-চায়ি করছে। এটা কেমনতরো খ্রীষ্টমাস গিফ্‌ট তবু কেউ কিছু বলছে না পাছে নিপা কষ্ট পায়। বাবাও না। পরদিন নিপাকে একলা পেয়ে বাবা চুপিসারে জিজ্ঞেস করলেন হ্যারে মা - তুই আমার জন্য এতো লম্বা এই ছুরিটা কেন আনলি আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কেন বাবা তুমিই না আমাকে টেলিফোনে বললে - মা এবারে লম্বা ছুরি নিয়ে আসিস। নিপার বাবা আর হাসি চেপে রাখতে পারলেন না। অট্টহাসিতে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে বললেন - আমি বলেছি লম্বা ছুটি নিয়ে আসতে আর তুই নিয়ে এলি লম্বা ছুরি! নিপার কপালে চুমু খেতে খেতে বললেন - মেরী খ্রীষ্টমাস। হোয়াট এ ওয়ানডারফুল খ্রীষ্টমাস গিফ্‌ট!

তিন.

রোজারিও বাড়ীর বড় ছেলে। বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে তবু বিয়ের নাম নেই। মা ভীষণ উদ্বিগ্ন। রোজারিওকে বিয়ের কথা বললেই বলে সময় হলে তোমাদের বলবো। মা ভাবেন ছেলের বোধ হয় কোথাও পছন্দ-টছন্দ আছে। হয়তো মেয়েদের দিক থেকে সময় নিচ্ছে। তো সেবার খ্রীষ্টমাসের দিন চারেক আগে রোজারিও মাকে বললো - মা কাল বিকেলে শান্তা আসবে। কে রে শান্তা? তোর বন্ধু বুঝি। তা দেখতে কেমন - তোর পছন্দ তো? গায়ের রঙ? রোজারিও মুচকী হেসে বললো - আসলেই দেখতে পাবে। আচ্ছা তোর বাবাকে একটু বলে রাখা দরকার না? উনি আবার সামনে পেলে কী বলতে কী বলে ফেলেন। না মা আপাততঃ কাওকে কিছু বলতে হবে না। ঠিক আছে বাবা - শুধু তুই আর আমি জানবো।

কাঙ্খিত দিনে মা বিকেল না হতেই জানালা দিয়ে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছেন কখন তাঁর হবু পুত্রবধূ আসে। ভাবছিলেন অফিস থেকে আসার পথে ছেলেই বোধ হয় শান্তাকে নিয়ে আসবে। কিন্তু না

- এক সময়ে রোজারিও একাই বাড়ীতে ফিরলো। কিরে, শান্তা এলো না - মা জিজ্ঞেস করলেন। না মা ও পরে আসবে। তুই সঙ্গে করে নিয়ে এলেই তো পারতি। মেয়েটা পথঘাট চিনবে তো? উদ্বিগ্ন মা জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকেন। সন্ধ্যে হয় হয় এমন সময়ে দেখলেন বাড়ীর সামনে একটা রিক্সা এসে থামলো। রিক্সা থেকে নামলো একজন বোরখা পরা এবং ক্রমশঃ ওঁদের বাড়ীর দিকেই আসছে। তবে কি এ-ই শান্তা! ওহ মাই লর্ড - শেষ পর্যন্ত রোজারিও ..... না আমি ভাবতে পারছি না ... যীশু, প্রভূ তুমি কি দেখতে পাচ্ছো সব ... এ সব কী হচ্ছে? রোজারিও রোজারিও .... কী মা চেঁচাচ্ছো কেন কী হয়েছে? এ বোরখায়ালী কে? এই কী শান্তা? হ্যাঁ মা এ-ই শান্তা। জিসাস ক্রাইস্ট, তুই শেষ পর্য্যন্ত ... শোন মা তুমি শুধু শুধুই চেঁচামেচি করছো। আগে দেখোই না বোরখার ভেতরে কী আছে। ততক্ষণে বোরখায়ালী ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ধীরে ধীরে বোরখা খুলতে খুলতে বলছে হেঁ হেঁ হেঁ মেরী খ্রীষ্টমাস। ওমা এতো দেখি পুরুষের গলা। ও রোজারিও আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। বোরখার মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো স্যান্টার পোষাকে রোজারিওর বন্ধু রডরিক। তুই না বললি কোন এক শান্তা আসবে। হ্যাঁ মা মিথ্যে বলিনি। তোমরা ইংরেজীতে বলো স্যান্টা আমি বাংলায় বলেছি শান্তা। তাই বলে তুই আমাকে এমন ধোঁকা দিবি? রডরিক বললো - মাসী মা কোথাও কোন ধোঁকা নেই। সব কিছু সত্য। এই নিন আপনার জন্য খ্রীষ্টমাস গিফ্‌ট - বলে তাঁর হাতে একটা প্যাকেট তুলে দিয়ে বললো- শান্তা পাঠিয়েছে। আবার শুরু করেছো তোমরা? প্লীজ এ নাটক বন্ধ করো আর ভালো লাগছে না। মাসী মা নাটক নয়- আপনার হবু পুত্রবধূ 'শান্তা' আপনার জন্য এ উপহার পাঠিয়েছে। খ্রীষ্টমাসের দিন আপনাকে এসে প্রণাম করে যাবে। এই নিন্ ধরুন। সবাই একত্রে বলে উঠলো - মেরী খ্রীষ্টমাস ।

(পুনশ্চ: কবি লরেন্স ব্যারেলের অনুরোধক্রমে লেখাটি এবার দিয়েছিলাম তাঁদের বড়দিনের উৎসবে প্রকাশিত সংকলনে। তাঁর অনুমতি ছাড়াই ওটা দিয়ে দিলাম আমার কলামের পাঠকদের জন্য। লরেন্সকে বলবেন না যেন ... ...)